পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ
তথ্য সাময়িকী
ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী | ২০১৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর | ১৪২০ কার্তিক-পৌষ

পিকেএসএফ-এর ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, ড. মিহির কান্তি মজুমদার, ড. এম. এ. কাশেম, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, ব্যারিস্টার নিহাদ করিব, প্রফেসর এম. এ. বাকী খলীলী, ড. বন্দনা সাহা, মিসেস বুলবুল মহলানবীশ, জনাব মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী এবং ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি বলেন, সংগঠিত সদস্যদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন আর্থিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করতে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক কালে সহযোগী সংস্থা এবং সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে কর্মসূচি সহায়ক তহবিল, বিশেষ তহবিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষায়িত তহবিল গঠন করেছে এবং নমনীয় শর্তাবলীর আওতায় সদস্যদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এসকল তহবিলের সুফল মাঠপর্যায়ে ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে বলে তিনি জানান।

বার্ষিক সাধারণ সভায় উল্লিখিত সমন্বিত উন্নয়ন সংক্রান্ত *পিকেএসএফ মডেল*-এর বৈশিষ্ট্য, অর্জন ইত্যাদি সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারের জন্য অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন হচ্ছে পিকেএসএফ মডেলের মূল বৈশিষ্ট্য। সংস্থার কার্যক্রম একটি টিভি চ্যানেল-এ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রচার করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে পিকেএসএফ-এর প্রকাশনা পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বেড়েছে।

দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে মাঠ পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রম প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্ষদকে অবহিত করেন। সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণপূর্বক ফাউন্ডেশন হতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, সহযোগী সংস্থার ঊর্ধ্বতন এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঋণ বিতরণ ও আদায়সহ শাখা ও সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন, সম্ভব হলে সংস্থায় পরিদর্শন, টেলিফোনে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি। পিকেএসএফ-এর সভাপতি সহযোগী সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করে উল্লিখিত পরিস্থিতির ওপর দ্রুত একটি পর্যালোচনাধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৌশল নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদেরকে আহবায়ক করে ৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পিকেএসএফ-কে অব্যাহতভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার, সকল উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সহযোগী সংস্থাসমূহ, মাঠ পর্যায়ের সকল সদস্য/সদস্যা এবং পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদ-এর সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাধারণ পর্ষদ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য পিকেএসএফ-এর সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য S. F. Ahmed & Co. Chartered Accountants-কে নিয়োগ প্রদান করে। এছাড়া, ফাউন্ডেশনের ১৭২টি সহযোগী সংস্থার বহিঃনিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করার জন্য সাধারণ পর্ষদ ৩১টি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত সভায় নিয়োগ প্রদান করে।

পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদ সদস্য মনোনয়ন

২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ড. এম. এ. কাশেম, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, ব্যারিস্টার নিহাদ কবিরকে আগামী দু'বছরের জন্য পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদ সদস্য হিসেবে পুনঃমনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং প্রফেসর এম. এ. বাকী খলীলী-কে পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য হিসেবে আগামী দু'বছরের জন্য পুনঃমনোনয়ন প্রদান করা হয়।

সূচি

পিকেএসএফ-এর ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা পৃষ্ঠা ১
পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন পৃষ্ঠা ২
এগিয়ে চলেছে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি পৃষ্ঠা ৩
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম পৃষ্ঠা ৪-৫
সংযোগ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৃষ্ঠা ৫
FEDEC প্রকল্পের কার্যক্রম পৃষ্ঠা ৬
DIISP-এর কার্যক্রম পৃষ্ঠা ৭
পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে এডিবি-এর মিশন প্রতিনিধির সাক্ষাৎ পৃষ্ঠা ৭
প্রশিক্ষণ ও সফর পৃষ্ঠা ৮-৯
উজ্জীবিত: পিকেএসএফ-এর নতুন প্রকল্প পৃষ্ঠা ৯
এগিয়ে যাবার গল্প পৃষ্ঠা ১০
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র পৃষ্ঠা ১১
Poverty Summit-এ পিকেএসএফ প্রতিনিধিদল পৃষ্ঠা ১২

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত অক্টোবর ৩১ থেকে নভেম্বর ০২, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বগুড়াস্থ ফাউণ্ডেশনের দু'টি সহযোগী সংস্থা-টিএমএসএস ও গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক অক্টোবর ৩১, ২০১৩ তারিখে টিএমএসএস পরিদর্শনকালে সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে সংস্থার চলমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও ঋণ কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। টিএমএসএস তাদের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে সমন্বিত করেছে। এজন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সুশাসন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মীদের প্রণোদনার ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার কথা উলেখ করেন। তিনি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, অতিদরিদ্রদের মাঝে ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আরো গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মাতৃত্বকালীন পরিচর্যা, শিশু পরিচর্যা, পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি বৃদ্ধি, বসতবাড়ি ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুপেয় পানি ও মানসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলোর বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখারও পরামর্শ প্রদান করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক নভেম্বর ০১, ২০১৩ তারিখে টিএমএসএস পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করেন। যার মধ্যে টিএমএসএস রাফাতুলাহ কমিউনিটি হাসপাতাল, টিএমএসএস কমিউনিটি প্যারামেডিক ইনস্টিটিউট, টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ উলেখযোগ্য। তিনি সংস্থার বিভিন্ন সমিতি পরিদর্শন করেন এবং সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত মৎস্য চাষ প্রকল্প ও ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে আয়োজিত মেলাও পরিদর্শন করেন।

বগুড়াস্থ Rural Development Academy (RDA) উদ্ভাবিত 'মারিয়া মডেল' এ বীজ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সংস্থার কৃষি ইউনিট কাজ করছে। এর ফলে দরিদ্র কৃষকগণ স্বল্প খরচে মানসম্মত উপায়ে বীজ সংরক্ষণ করতে পারছে বলে পরিদর্শনকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে জানানো হয়। সংস্থার সংগঠিত কৃষকগণ ধান চাষের পাশাপাশি সবজি বীজ সংরক্ষণেও 'মারিয়া মডেল' ব্যবহার করছে। এছাড়াও টিএমএসএস বগুড়াস্থ কর্ম-এলাকায় পতিত নিচু জমি ও জলাশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মৎস্য চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক নভেম্বর ০২, ২০১৩ তারিখে বগুড়াস্থ আরেকটি সহযোগী সংস্থা 'গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)'এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত LIFT-এর আওতায় পরিচালিত Livestock Development Programme Through Contract Farming কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সংস্থা এই ফার্ম হতে এ যাবৎ সংগঠিত সদস্যদের মাঝে ১৪২টি বকনা-বাছুর বিতরণ করেছে। প্রদত্ত বাছুর লালন-পালন করে সদস্যগণ বিগত দু'বছরে ৯৬টি বকনা ও ৯১টি এঁড়ে বাছুর উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। পরিদর্শনকালে 'গাক' ২৫ জনের মাঝে ২৫টি উন্নত জাতের বকনা-বাছুর বিতরণ করে। দরিদ্র মানুষের মাঝে ফার্ম এবং সদস্য পর্যায় হতে উন্নত জাতের বকনা/এঁড়ে বাছুর যেন আরো অনেক পরিবারের মাঝে বিতরণ করা সম্ভব হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে ফার্মের মান উন্নয়ন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর নজর দেয়ার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।

এগিয়ে চলেছে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি

দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে **সমৃদ্ধি** নামে একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর প্রচলিত ঋণদান কর্মসূচিতে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে, যাতে প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিক পরিষেবা গ্রহণ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আধুনিক জীবন-যাপনে সক্ষম হয়ে ওঠতে পারে। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর পর্যন্ত উলেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে তৃতীয় পর্যায়ের ৮টি সহযোগী সংস্থায় জরিপ কাজ সম্পন্ন করা; পাঁচ বছরের উর্ধ্বে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত শতভাগ ইউনিয়নবাসীকে কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করানো; স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৪টি সহযোগী সংস্থায় ২৯টি চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন; **সমৃদ্ধির** আওতায় সর্বমোট ৫০৫ জন স্বাস্থ্যসেবিকাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান; **সমৃদ্ধি**ভুক্ত ১০টি ইউনিয়নে প্রাথমিকভাবে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ; বসতবাড়িতে সবজি চাষ উৎসাহিতকরণে সবজি বীজ বিতরণ; **সমৃদ্ধি** ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও **সমৃদ্ধি** কেন্দ্র স্থাপন এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির মধ্যবর্তী অভিঘাত মূল্যায়ন।

জরিপ সংক্রান্ত তথ্য

সেপ্টেম্বর ১, ২০১৩ হতে তৃতীয় পর্যায়ের ৮টি সহযোগী সংস্থায় চলমান জরিপ কাজ ডিসেম্বর ২০১৩-এ শেষ হয়েছে। উলিখিত ইউনিয়নসমূহে লক্ষ্যভুক্ত ৩৩৮৫১টি খানা পাওয়া গেছে।

কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম

কর্মসূচির আওতায় ৪৩টি ইউনিয়নে পাঁচ বছরের উর্ধ্বে শতভাগ ইউনিয়নবাসীকে কৃমির ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে পিকেএসএফ প্রতি বছর দুই বার কৃমিনাশক ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চক্ষু ক্যাম্প

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৪টি সংস্থা এ পর্যন্ত ২৯টি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। উক্ত ক্যাম্পে ৪,৮৯৯ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা, ৬৩৯ জন রোগীর ছানি অপারেশন এবং ৪৭৬ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট ৫০৫ জন স্বাস্থ্যসেবিকা নিয়োজিত রয়েছেন। তাদেরকে স্বাস্থ্য বিষয়ক যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহারবিধি ও মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের ফরম পূরণ বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করার লক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী 'প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও এমবিবিএস ডাক্তারগণ প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

শতভাগ স্যানিটেশন

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধলাহার, সোমভাগ, কাঁচিকাটা, সীমান্ত, পাড়ের হাট, আউলিয়াপুর, পাঁচগাঁও, ওয়াগ্গা, মেখল এবং কাদিরপাড়া ইউনিয়নসমূহে ২০১৪ সালের জুন মাসের মধ্যে ১৩,১২৫টি পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে।

বসত বাড়িতে সবজি চাষ কার্যক্রম

এ কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিকভাবে ৪৩টি ইউনিয়নের ৫০,০০০ পরিবারে চাহিদা ও উপযোগিতা মোতাবেক বিভিন্ন উফশী জাতের সবজি বীজ বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। চলতি রবি মৌসুমে ৩১,৮৫০টি পরিবারে উফশী জাতের সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও জবাবদিহিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে ১টি করে **সমৃদ্ধি** ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে **সমৃদ্ধি** কেন্দ্র স্থাপন করার কাজ শুরু হয়েছে।

অভিঘাত মূল্যায়ন

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে এই কর্মসূচির মধ্যবর্তী অভিঘাত মূল্যায়নের জন্য পিকেএসএফ ও আইএনএম এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তদনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে।

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্প-এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২,০৬৬০০ জনকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন ও শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়া রোধ করার মাধ্যমে শিশুদের মেধার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ৪৩টি ইউনিয়নে মোট ১১৮৫টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ৩১,৬০৪ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়মিত বৈকালিক পাঠদান করা হচ্ছে।

ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষাবাদ কার্যক্রমের আওতায় ১,৭০৪ জন কৃষক বাড়ির আশে পাশে ও পতিত জমি ও খাস জমিতে ঔষধি গাছ চাষাবাদের মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও দেশীয় ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১১,৬৩,৯৩৫টি বাসক গাছের চারা রোপণ করেছে। এ যাবৎ বাসক চাষীগণ ২,৮২৬ কেজি শুকনা বাসক পাতা একমি ও স্কয়ার গ্রুপের কাছে বিক্রি করে ১,০৬,৯৭৮ টাকা আয় করেছে এবং এ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে।

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রথম ২১টি ও বাস্তবতার নিরিখে বিশেষ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ১টিসহ মোট ২২টি ইউনিয়নে ৭৬২টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন ১টি বিশেষ ধরনের পানি সরবরাহ প্রকল্প, ৭৯১টি অগভীর নলকূপ, ৩১৭টি রিং কালভার্ট স্থাপন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কর্মসূচিভুক্ত ৩৯টি ইউনিয়নে ৫,৬১৮টি পরিবারে বন্ধুচুলা ও ২০,৩২১টি পরিবারে সোলার হারিকেন ও হোম সিস্টেম রয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৮৩২ জন সদস্য স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে ২৬ লক্ষ টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করছেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ৩১৪,৯১৮ জনের মধ্যে ৪৯৩.৩১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার সিসিসিপি-এর মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিকেএসএফ-এর উপর ন্যস্ত করেছে। বিশ্বব্যাংক উক্ত প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে। প্রাথমিকভাবে, সিসিসিপি-এর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ ১২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৬ সাল পর্যন্ত। জলবায়ুর দিক থেকে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ তিনটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই প্রকল্প কাজ করবে। এগুলো হচ্ছে: লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা আক্রান্ত এলাকা।

তথ্য বিনিময় কর্মশালা

প্রকল্পের আওতায় Improved Cooking Stove, Homestead Plinth Raising, Water Supply in Saline Prone Areas and Flood Resilient Tubewell Platform বিষয়ক দুই দিনব্যাপী একটি তথ্য বিনিময় কর্মশালা বিগত অক্টোবর ১-২, ২০১৩ তারিখে ফাউণ্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত কর্মশালা উদ্বোধন করেন। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন এবং ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। কর্মশালায় প্রকল্প সংশিষ্ট পিআইপি (প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা) কর্মকর্তা, বিষয় সংশিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ফাউণ্ডেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কারিগরি পর্যালোচনা কমিটির তৃতীয় সভা

বিগত অক্টোবর ২৮, ২০১৩ তারিখে সিসিসিপি-এর আওতায় গঠিত কারিগরি পর্যালোচনা কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি পর্যালোচনা কমিটির সভাপতি ও পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর সভাপতিত্বে পিকেএসএফ ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সম্মানিত সদস্য ড. আনসারুল করিম, চেয়ারম্যান, এনভাইরনম্যান্ট কনজারভেশন এ্যান্ড ম্যানেজম্যান্ট সেন্টার; ড. এম. আসাদুজ্জামান, প্রাক্তন গবেষণা পরিচালক, বিআইডিএস; ড. নুরুল কাদির, যুগ্ম সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জনাব তারিক-উল-আলম, এসিসটেন্ট কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রকল্প প্রস্তাবনা উপস্থাপন ও সমঝোতা সম্পাদনকৃত সংস্থাসমূহের প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণসাপেক্ষে প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের সুপারিশ করা হয়। সভায় সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সংশিষ্ট কার্যক্রমে অর্থায়ন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

বিশেষ প্রশিক্ষণ

বিগত অক্টোবর ২২-২৪, ২০১৩ তারিখে Implementation Arrangements of Sub-Projects: Challenges & Way Forward শীর্ষক তিন দিনব্যাপী একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ পিকেএসএফ ভবনের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল করিম এই প্রশিক্ষণ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফজলুল কাদের স্বাগত বক্তব্য দেন এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি জনাব নাদিয়া শারমিন প্রশিক্ষণকালে উপস্থিত ছিলেন। ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার (পিআইপি) ২২ জন প্রতিনিধি এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর কর্মকর্তাগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের সাথে সিসিসিপি-র আন্তঃসম্পর্ক, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, ক্রয় নীতিমালা, সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো, পিআইপিদের হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা, উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তথ্য সংরক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

নতুন উপ-প্রকল্পসমূহ অনুমোদন

উপস্থাপনা ও সমঝোতা পর্ব শেষে এবং টেকনিক্যাল রিভিউ কমিটির তৃতীয় সভায় অনুমোদিত ১৬টি উপ-প্রকল্প বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তির পর ফাউণ্ডেশনের ১৮৬তম পর্ষদ সভায় উত্থাপন করা হয় এবং চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। উক্ত ১৬টি উপ-প্রকল্পে সিসিসিপি হতে বরাদ্দকৃত মোট তহবিলের পরিমাণ ৩১,৫২,০০,০০০/- (একত্রিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

ফাউণ্ডেশনের প্রকল্প প্রস্তাবনা পর্যালোচনা ও নেগোসিয়েশনের জন্য গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিসিসিপি-র আওতায় সকল কর্মকাণ্ডকে অভিন্ন মানে বাস্তবায়নের জন্য একটি 'কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা'

প্রস্তুত করা হয়েছে। সিসিসিপি-র প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট সংশিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে আলোচনাসাপেক্ষে এবং দুই দিনব্যাপী একটি কর্মশালার মাধ্যমে প্রথম দফায় ভিটা উঁচুকরণ, পরিবারভিত্তিক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং টিউবওয়েলের পাটফরম-এর একটি নক্শা চূড়ান্ত করেছে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হ্যান্ডবুক

প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় মাঠ পর্যায়ে পরিবেশগত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা এবং উপ-প্রকল্পে নিয়োজিত ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহকে পরিবেশ সমীক্ষা সম্পন্ন করতে সহায়তার জন্য একটি ব্যবহারিক Handbook প্রকাশিত হয়েছে।

মাঠ পরিদর্শন

বিগত নভেম্বর ২০১৩ মাসে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কতিপয় সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন, ক্রয় পরবর্তী রিভিউ, আরবিএম-এর প্রশ্নপত্র টেস্ট করা এবং হিসাবরক্ষণ দেখার উদ্দেশ্যে মাঠ এবং অফিস পর্যায়ে পরিদর্শন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

নভেম্বর মাসের ১৪ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন, নভেম্বরের ১৪ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত বরগুনায় নজরুল স্মৃতি সংসদ এবং খুলনায় জাগ্রত যুব সংঘ, নভেম্বরের ১৮ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত কুড়িগ্রামে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, আরডিআরএস বাংলাদেশ ও এসকেএস ফাউন্ডেশন এবং নভেম্বরের ২২ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত সাতক্ষীরায় সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস) ও বাগেরহাটে ডাক দিয়ে যাই সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রতিটি সংস্থাই সিসিসিপি-র আওতায় তাদের উপ-প্রকল্পের জন্য নতুন অফিস স্থাপন করেছে এবং জনবল নিয়োগ করেছে। এছাড়াও, মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সন্তোষজনক।

বিগত ডিসেম্বর ৭-১২, ২০১৩ তারিখে Accounts, Finance & Procurement and Implementation Arrangements of Sub-Projects: Challenges & Way Forward বিষয়ক আরো একটি প্রশিক্ষণ কোর্স পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল করিম প্রশিক্ষণটির উদ্বোধন করেন। সিসিসিপি'র আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ১৬টি এনজিও'র সংশিষ্ট প্রতিনিধিগণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

RBM প্রশ্নপত্র এবং Results Framework বিষয়ে ফাউণ্ডেশনের অভ্যন্তরীণ সভা

বিগত নভেম্বর ৬, ২০১৩ তারিখে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সভাপতিত্বে সিসিসিপি-র আরবিএম সিস্টেম বাস্তবায়নে প্রণীত খসড়া বেইজলাইন প্রশ্নপত্র ও রেজাল্টস্ ফ্রেম-এর উপর মতামত গ্রহণের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপকারভোগীর প্রোফাইল-এ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকারভোগী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি-না, সেই বিষয়টি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করে উপকারভোগী প্রোফাইল পরিমার্জন করার পরামর্শ দেয়া হয়। প্রশ্নপত্রটি গবেষণা কাজে অভিজ্ঞ এবং জলবায়ু বিশেষজ্ঞ যেমন InM, BIDS ও অন্যান্য জলবায়ু বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংযোগ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০০৭ সাল হতে দেশের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে মঙ্গাক্রান্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে **মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ)** কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পরবর্তী কালে ২০১০ সাল থেকে এ কর্মসূচি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমানে দেশের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, সাতক্ষীরা, খুলনা, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও জামালপুর জেলার অতিদারিদ্র্যপ্রবণ ৫০টি উপজেলায় ২৭টি সহযোগী সংস্থার ৩৩০টি শাখার মাধ্যমে প্রায় ৫.২১ লক্ষ অতিদরিদ্র খানাকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো মঙ্গা/মঙ্গাসদৃশ পরিস্থিতির কারণে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের জন্য বছরব্যাপী মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সংযোগ কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত অতিদরিদ্র সদস্যদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অন্যতম। এ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অসুস্থতার জন্য যেন কোন সদস্য বা তার পরিবারের কোন সদস্যের কর্মক্ষয়/অর্থক্ষয় না ঘটে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম প্রতিরোধমূলক, প্রতিকারমূলক ও রেফারেল এই তিনটি স্তরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংযোগভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্যদের চিকিৎসার জন্য সাধারণ হেলথ ক্যাম্প, বিশেষায়িত হেলথ ক্যাম্প ও চক্ষুশিবির আয়োজন করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৬৭ জন পল্লী প্যারামেডিক ও ৭১২ জন সিএইচপি কর্মরত আছেন। এ পর্যন্ত মোট ৩৩,১৩৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ২৬২১টি সাধারণ হেলথ ক্যাম্প, ১৮৮টি বিশেষায়িত হেলথ ক্যাম্প এবং ৬০টি চক্ষুশিবির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, ১.৪০ কোটি টাকার ঔষধ বিনামূল্যে অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, 'মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সহায়িকা' শীর্ষক ১২৫০টি ডেস্ক ক্যালেন্ডারসদৃশ ফ্লিপ চার্ট এবং ৩০টি গুকোমিটার, ১০,০০০টি প্রেগন্যান্সি স্ট্রিপ ও ৮৫০টি MUAC Tape বিতরণ করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ৬০টি চক্ষুশিবিরে আগত ১৭২৫ জন ছানি রোগীর মধ্য থেকে গুরুত্ব বিবেচনা করে ১২টি সহযোগী সংস্থার ৬৪৯ জন রোগীর ছানি অপারেশন করা হয়েছে। প্রতিটি ছানি রোগীর অপারেশন বাবদ জনপ্রতি ৩,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বগুড়া মিশন হাসপাতাল, টিএমএসএস মেডিকেল হাসপাতাল, বগুড়া; দিপ আই কেয়ার হাসপাতাল, রংপুর; ডক্টরস মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল, রংপুর; মরিয়ম চক্ষু হাসপাতাল, উলিপুর; আদ-দ্বীন আই হাসপাতাল, খুলনা ও ইস্পাহানী আই হাসপাতাল, বরিশাল-এর মাধ্যমে এসকল ছানি রোগীর অপারেশন করা হয়।

FEDEC প্রকল্পের কার্যক্রম

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এই খাতের বিকাশের জন্য পিকেএসএফ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। টেকসই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী যাতে স্থায়ীভাবে বের হয়ে আসতে পারে সেই লক্ষ্যে পিকেএসএফ আর্থিক ও অ-আর্থিক বিভিন্ন সেবা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এজন্য ব্যবসাগুচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিল্পের বিকাশ সাধন, অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সেবা ও সহায়তার বৈচিত্র্যায়ন এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। পিকেএসএফ এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্প পিকেএসএফ-এর একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এর মাধ্যমে আর্থিক নয় এমন ধরনের সহায়তা যেমন-দক্ষতা উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

অর্থনৈতিক সাব-সেক্টর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান

FEDEC প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাত সম্প্রসারণে বিভিন্ন সাব-সেক্টর উন্নয়নে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ প্রান্তিকে আরও ২টি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এমব্রয়ডারী/পোশাক শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

রাজশাহী জেলার তানোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় ফ্যাশন ও এমব্রয়ডারী কাজের সাথে জড়িত ৩৪০ জন নারী উদ্যোক্তার দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত অক্টোবর ২, ২০১৩ তারিখে উদ্যোগটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা 'আশ্রয়'-এর সাথে এ লক্ষ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এ উদ্যোগের আওতায় প্রকল্পভুক্ত নারী উদ্যোক্তারা দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা পাচ্ছে। উদ্যোগটি সংশিষ্ট খাতে নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি এবং নারীদের কর্মসংস্থানে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও হ্যাচিং পাইলট প্রকল্প

কাঁকড়া চাষের জন্যে প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহের উপর চাষীদের নির্ভরশীলতা কমানো এবং কাঁকড়ার পোনা উদ্যোক্তাদের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় এ উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করছে। গত ডিসেম্বর ১৭, ২০১৩ তারিখে এ বিষয়ে নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশনের সাথে এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এ হ্যাচারি প্রকল্প বাস্তবায়নে দুই জন অগ্রসর কাঁকড়া চাষী সরাসরি জড়িত রয়েছেন। এ উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে সংশিষ্ট এলাকার কাঁকড়া চাষীরা বিপুলভাবে উপকৃত হবেন।

প্রকাশনা

FEDEC প্রকল্পের আওতায় শৈবাল চাষ উপ-খাতের উন্নয়নে বাস্তবায়িত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। শৈবাল চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট, প্রকল্পের আওতায় শৈবাল চাষ সম্প্রসারণে গৃহীত কর্মকাণ্ড ও প্রকল্পের ফলাফল 'সম্ভাবনার নাম শৈবাল' শিরোনামে প্রকাশিত এ পুস্তিকাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া শৈবালের নানাবিধ ব্যবহার পুস্তিকাটিতে স্থান পেয়েছে। ভেষজ ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন শৈবাল চাষের বিকাশে ভবিষ্যতে যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের ক্ষেত্রে এ পুস্তিকাটি উদ্যোক্তা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কাজে লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে। FEDEC প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট এ পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের সফল সমাপ্তি

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ প্রান্তিকে ফেডেক প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১১টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পগুলো হল: ১) উচ্চ মূল্যমানের সবজি উৎপাদন প্রকল্প, ২) গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প, ৩) কলা চাষ প্রকল্প, ৪) অটোমোবাইল উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, ৫) মহিষ পালন প্রকল্প, ৬) গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ প্রকল্প-২, ৭) চিংড়ি চাষ প্রকল্প, ৮) মুগডাল উৎপাদন প্রকল্প, ৯) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শৈবাল চাষ প্রকল্প, ১০) হাঁস পালন প্রকল্প এবং ১১) লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান উৎপাদন প্রকল্প। উলিখিত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সংশিষ্ট উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিতে উলেখযোগ্য অবদান রাখার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

প্রশিক্ষণ

FEDEC প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ প্রান্তিকে 'Micro-enterprise Management and Lending Training' শিরোনামে ৫৩টি সহযোগী সংস্থার মধ্যম পর্যায়ের ২৫৩ জন কর্মকর্তাকে ১১টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও 'Business Awareness and Skill Development Training' শিরোনামে এই প্রান্তিকে ২৯টি ব্যাচে মোট ৫৮০ জন উদ্যোক্তাকে হাঁস-মুরগী পালন, গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, গলদা চিংড়ি চাষ, মাছ চাষ, সবজি চাষ, বক বাটিক ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, কৃষি কাজ (ধান ও আলু চাষ), ক্ষুদ্র ব্যবসা ও হিসাব পদ্ধতি, ভূট্টা চাষ ইত্যাদি

Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)-এর কার্যক্রম

আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক বাস্তবায়িত Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)-এর আওতায় নির্বাচিত ৪০টি সহযোগী সংস্থাকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিগত নভেম্বর ২১, ২০১৩ তারিখ হতে সংস্থাগুলোর সাথে ফাউণ্ডেশনের পৃথক অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের পক্ষ হতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার আওতায় ৪০টি সহযোগী সংস্থার ৮০টি শাখার প্রতিটিতে ১টি করে ল্যাপটপ, টেলিভিশন এবং ডিভিডি পেয়ার প্রদান করা হবে।

মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়িত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্রবীমা সেবা কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও একটি সমন্বিত তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার সহায়ক হিসেবে ল্যাপটপ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের ক্ষুদ্রবীমা সেবার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নাটিকা ও তথ্যচিত্র প্রচারের সুবিধার্থে ডিভিডি পেয়ার ও টেলিভিশন বিতরণ শুরু হয়েছে।

কারিগরি সহায়তা ছাড়াও নির্বাচিত সংস্থাসমূহের প্রতিটির জন্য প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ব্যয়, প্যারামেডিকের বেতন, প্রশাসনিক খরচ ও প্রাথমিক বীমাদাবি পূরণ বাবদ আর্থিক অনুদান দেয়া হবে।

স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যবীমা কর্মশালা

বিগত নভেম্বর ২৮, ২০১৩ তারিখে Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)-এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে 'স্বাস্থ্যসেবা' ও 'স্বাস্থ্যবীমা' চালুকরণ বিষয়ে নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানদের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও জনাব গোলাম তৌহিদ, মহাব্যবস্থাপক, মুহম্মদ হাসান খালেদ, মোঃ মশিয়ার রহমান ও এ. কিউ. এম. গোলাম মাওলাসহ ফাউণ্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্ষুদ্রবীমা সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনের মাধ্যমে মৃত্যুহার হ্রাস, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের উপর জোর দেন। তিনি অংশগ্রহণকারী সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও তিনি স্বাস্থ্যবীমার প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা এবং সতর্কতার সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উপর বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেন।

কর্মশালায় প্রকল্পের পক্ষ থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার আওতায় ল্যাপটপ, টেলিভিশন ও ডিভিডি পেয়ার বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধনের অংশ হিসেবে উপস্থিত নির্বাহী প্রধানগণের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেন ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। কর্মশালায় আগামী জানুয়ারি ২০১৪ হতে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাচিত শাখাগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যবীমা সেবা কার্যক্রম চালুকরণ, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা বিষয়ক বিভিন্ন দিক-নির্দেশনামূলক বিষয় উপস্থাপন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে এডিবি-এর মিশন প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর রিভিউ মিশন প্রতিনিধি এবং Financial Sector Specialist Ms. Natalie Bertsch গত সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৩ তারিখে ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। উলেখ্য যে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)-এর উন্নয়ন সহযোগী। পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত DIISP সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। Ms. Natalie Bertsch এই প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। উক্ত সৌজন্য সাক্ষাতের সময় ফাউণ্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ ও সফর

পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে নিজস্ব এবং এর সহযোগী সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য দেশে ও বিদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। সহযোগী সংস্থা নয় এমন প্রতিষ্ঠানের জন্যও অনেক সময় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া পিকেএসএফ উপকারভোগীদের জন্য আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য শিক্ষাসফর ও বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থাও করে থাকে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ সময়কালে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য নিচে দেয়া হলো। বিভিন্ন দেশের পরিপ্রেক্ষিত থেকে উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত পিকেএসএফ-এর নিজস্ব কর্মকর্তাদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা/এক্সপোজার ভিজিট/স্টাডি ভিজিট এবং মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিরতিতে বিদেশে প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আয়োজনে নভেম্বর ১১-২৪, ২০১৩ তারিখে পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) সহ মোট ৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

CCCP-এর অর্থায়নে এবং 'SAR Development Effectiveness Unit (SARDE) of the World Bank Group' আয়োজনে জনাব জহির উদ্দিন আহম্মদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব) ডিসেম্বর ১১-১৩, ২০১৩ তারিখে থাইল্যান্ডে একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

Credit Information Bureau–Microfinance (CIB-MF) প্রণয়ন ও পরিচালনা বিষয়ে Department of International Development (DFID) এর সহায়তায় নভেম্বর ১০-১৫, ২০১৩ তারিখে কম্বোডিয়ায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) একটি পরিচিতিমূলক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন।

Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA) -এর অর্থায়নে ও আয়োজনে নভেম্বর ১১-১৫, ২০১৩ এবং নভেম্বর ১৯-২৩, ২০১৩ তারিখে কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Regional Training Course on Microfinance in Agriculture এবং Agricultural Value Chain Finance-এ যথাক্রমে জনাব তানভীর সুলতানা, ব্যবস্থাপক এবং জনাব দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, সহকারী মহাব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও প্রকল্পসমূহের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত বাৎসরিক চাহিদার আলোকে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ সময়কালে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য পিকেএসএফ ভেন্যুতে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সহযোগী সংস্থার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য পিকেএসএফ ভেন্যুতে **ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা** বিষয়ক ১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ১৩টি সহযোগী সংস্থার মোট ২৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সহযোগী সংস্থার উচ্চ/মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য পিকেএসএফ ভেন্যুতে **এনজিও-এমএফআই এর কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা** বিষয়ক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ৩০টি সহযোগী সংস্থার মোট ৪৭ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

সহযোগী সংস্থার উচ্চ/মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন** বিষয়ক ১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। পিকেএসএফ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে ১৪টি সহযোগী সংস্থার মোট ২৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সহযোগী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের হিসাবরক্ষকদের জন্য **হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা** বিষয়ক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ এবং শাখা অফিস হিসাবরক্ষকদের জন্য একই বিষয়ে ৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত ৫টি ব্যাচের প্রশিক্ষণের মধ্যে পিকেএসএফ ভেন্যুতে ৪টি ব্যাচ ও বহিঃভেন্যুতে ১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৭৬টি সহযোগী সংস্থার মোট ১১১ জন হিসাবরক্ষক এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মীগণের জন্য **দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা** বিষয়ক মোট ২০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ৯৩টি সহযোগী সংস্থার মোট ৪৭৫ জন মাঠকর্মী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ১০টি প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে এসকল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সহযোগী সংস্থার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য **সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা** বিষয়ক ১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ ঢাকাস্থ ১টি প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ১২টি সহযোগী সংস্থার মোট ২২ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সহযোগী সংস্থার উচ্চ/মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য এনজিও **এবং এমএফআই-দের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা** বিষয়ক মোট ১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ১৬টি সহযোগী সংস্থার মোট ২৩ জন উচ্চ/মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

সহযোগী সংস্থার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য **ক্ষুদ্রউদ্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ বিতরণ** বিষয়ক মোট ১১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ৫৩টি সহযোগী সংস্থার মোট ২৫৩ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। FEDEC প্রকল্পের অর্থায়নে ঢাকার ৬টি প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে এসকল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

PRIME প্রকল্পের অর্থায়নে সহযোগী সংস্থার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য **প্রাইম কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা** বিষয়ক মোট ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ১৯টি সহযোগী সংস্থার মোট ৪৭ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। ঢাকাস্থ ২টি ভেন্যুতে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা নয় এমন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এর ভিত্তিতে অক্টোবর ২০১৩ মাসে IDCOL ও এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য 'ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক ১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। IDCOL ও এর সহযোগী সংস্থার মোট ২১ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য **দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন** বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর ইন্টার্নশীপ-এর আয়োজন করে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বিগত অক্টোবর ২২, ২০১৩ তারিখ হতে Saint Louis University, USA-এর ১ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রম জানুয়ারি ২১, ২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হবে।

উজ্জীবিত: পিকেএসএফ-এর নতুন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন

Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito) শীর্ষক প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের উপ-বিভাগ রয়েছে দু'টি। (১) কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং (২) দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এলজিইডি প্রথমটি এবং পিকেএসএফ দ্বিতীয়টি বাস্তবায়ন করবে। পিকেএসএফ ৪০টি নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জন্য **উজ্জীবিত** কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করা।

প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্রদের জন্য কার্যক্রম - **উজ্জীবিত** বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সকল ইউনিয়নে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলবর্তী উপজেলাসমূহের ১,৭২৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেত্রে বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সর্বমোট ১,৩৭০টি ইউনিয়নকে ফোকাল ইউনিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

- ১,০০,০০০ অতিদরিদ্র নারী-উপকারভোগী এবং তাদের খানার মানসম্মত জীবনযাপনের অবলম্বন/উপায় সৃষ্টি হবে।
- ৩,২৫,০০০ অতিদরিদ্র নারী-উপকারভোগীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের খানার সদস্যদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। তাদের খানার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন হবে।

পরামর্শ কর্মশালা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিগত ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) অর্থায়িত *Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito* শীর্ষক প্রকল্পভুক্ত *Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito* কার্যক্রমের 'প্রস্তুতিমূলক ও পরামর্শ কর্মশালা' আয়োজন করে। কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সংশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, সংশিষ্ট সহযোগী সংস্থার এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ। পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব এ. কিউ. এম গোলাম মাওলা এই কার্যক্রমের ওপর একটি উপস্থাপনা পেশ করেন।

জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন যে, কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতার জন্য পিকেএসএফ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুপরিচিত। এই মান বজায় রেখে পিকেএসএফ এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। দেশব্যাপী এলজিইডির দক্ষ জনবল এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে কার্যক্রমটি যথাসময়ে সাফল্যজনকভাবে প্রকল্পটি সম্পাদন করার বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। গ্রাম বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন, সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উজ্জীবিত প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

২৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে এলজিইডি ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা চুক্তিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষর করেন।

এগিয়ে যাবার গল্পঃ এগিয়ে যাবার সহযোগী পিকেএসএফ

আম্বিয়া খাতুন-এর স্বামী ফিরে পেল নতুন জীবন

মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন **সংযোগ**ভুক্ত সহযোগী সংস্থা বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)-এর গাইবান্ধা জেলার ধাপেরহাট শাখার গোপীনাথপুর মহিলা সমিতির একজন সদস্য। ২০১০ সালের ২২ আগস্ট তিনি সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। তার স্বামীর নাম মোঃ আব্দুল হালিম। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৮ জন। সমিতির একজন নিয়মিত সদস্য হিসেবে সংস্থা হতে ৩ দফায় তিনি মোট ২৯,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

সংযোগ কর্মসূচির আওতায় সদস্য হবার পূর্বে ছেলে-মেয়ে নিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন যাপন করতে হতো। স্বামীর ভ্যান চালানোর আয় দিয়ে সংসারের অভাব কোনভাবেই মিটতো না। সর্বশেষ গরু মোটাতাজাকরণের জন্য আম্বিয়া ১২,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার ৩টি উন্নত জাতের বকনা রয়েছে। গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তার সংসারে সচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করে।

কিন্তু দেড় বছরের অধিক সময় তাঁর স্বামী চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে **সংযোগ**-এর আর্থিক সহায়তায় সহযোগী সংস্থা বিজ-এর মাধ্যমে ধাপেরহাট শাখায় একটি চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। আম্বিয়া খাতুন তাঁর স্বামীকে ক্যাম্পে নিয়ে আসেন এবং ২০/-টাকা নির্ধারিত ফি দিয়ে ডাক্তার দেখান। ডাক্তার চোখের ছানি অপারেশনের পরামর্শ দেন। পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ বিনা খরচে আব্দুল হালিম-এর চোখের ছানি অপারেশন করা হয়।

আব্দুল হালিম এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ঠিক আগের মতো কাজ করতে পারছেন। ধীরে ধীরে তাদের সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসতে শুরু করে। এভাবেই আম্বিয়া খাতুন-এর স্বামী অনিশ্চিত জীবন থেকে আলোর দিশা ফিরে পেলেন। আম্বিয়া খাতুনের পরিবারে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে 'সংযোগ' এর কমিউনিটি স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মীগণ (Community Health Promoters) নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করছেন।

আম্বিয়া খাতুন নিজ উদ্যোগে বাড়িতে স্যানেটারি ল্যাট্রিন ও পাকা টিউবওয়েল স্থাপন করেছেন। আর্থিক সচ্ছলতার পাশাপাশি আম্বিয়া খাতুনের পরিবার শারীরিক সুস্থতাও অর্জন করেছে। **সংযোগ** কর্মসূচি এভাবে হাজারো আম্বিয়ার খাদ্য নিরাপত্তাসহ জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখে যাচ্ছে এবং পিকেএসএফ এমন হতদরিদ্র মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দারিদ্র্যের কাছে হার না মানা কামরুজ্জামান

মোঃ কামরুজ্জামান খুলনা জেলার এক হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বড় হয়েছে সে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র বাবা-মা তার লেখাপড়া চালাতে পারছিলেন না। লেখাপড়ার প্রতি বরাবরই প্রবল আগ্রহ ছিল কামরুজ্জামানের। তার মেধা ও ভালো ফলাফল দেখে স্থানীয় মসজিদের এক ইমাম ও স্কুল শিক্ষকরা বিনামূল্যে তার বই-খাতা ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করতেন। ইমাম তার নিজের বাড়িতে কামরুজ্জামানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। স্কুলের শিক্ষকরা তাকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেন। এভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় কামরুজ্জামান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয় এবং *বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি* বিষয়ে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হবার সুযোগ পায়।

ঢাকায় থেকে লেখাপড়া চালাবার মত আর্থিক সামর্থ্য ও মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না তার। অগত্যা সৎ ভাই ও সৎ মায়ের বাসায় থেকে লেখাপড়া শুরু করে সে। সৎ ভাইয়ের ছেলে অনেক কষ্টে তার সম্মান প্রথম বর্ষের পড়ার খরচ যোগান দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি কামরুজ্জামান কাগজের ঠোঙা, জুস, কাগজের ছোট ব্যাগ বিক্রি করে সৎ ভাইয়ের সংসারে সামান্য অর্থ যোগান দিতো। এক পর্যায়ে চরম অর্থকষ্টে কামরুজ্জামানের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম ঘটে। এই সময়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. কাজী নূরুল ইসলামের শরণাপন্ন হয় এবং তার জীবনের সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানায়। প্রফেসর নূরুল ইসলাম পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। পিকেএসএফ কামরুজ্জামানের আবেদন গ্রহণ করে তাকে ফাউণ্ডেশনের বিশেষ সহায়তা তহবিলের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং ৩ বছরের (২০১১-২০১৪) জন্য ৬০,৬০০/- (ষাট হাজার ছয়শত টাকা) অনুদান প্রদান করে। অনুদানের অর্থে কামরুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে থেকে পড়ালেখা চালিয়ে যায়।

কামরুজ্জামান সফলতার সাথে প্রথম শ্রেণীতে সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেছে এবং বর্তমানে মাস্টার্সের ফলাফলের অপেক্ষায় আছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি কামরুজ্জামান টিউশনি করে সামান্য কিছু আয় করে। নিজের জমানো টাকা থেকে কিছু টাকা দিয়ে কামরুজ্জামান তার মায়ের ঝুপড়ি ঘরে একটি টিনের চালা কিনে দিয়েছে। দারিদ্র্যের নির্মমতায় যাদের বিকাশ প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, পিকেএসএফ সবসময় এমন সম্ভাবনাময় মানুষের পাশে আছে। অর্থকষ্টে একটি মানুষের জীবনও যাতে আর ঝরে না পড়ে, পিকেএসএফ-এর বিশেষ তহবিলের সেটাই মূল লক্ষ্য।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১৩৩০১.৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৭৪৫৮১.৮০ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৮.৪৭ ভাগ। নিচে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)*	১৬০৩৯৭.৬০	৩৫০৫১.২৮
প্রকল্পসমূহ**		
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট (পিকেএসএফ হতে সহ. সংস্থা)	৩২১.১১	১৩৭.১৮
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৬০.৭২	৩৮.৪৬
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৯.২৭
আরইডিপি-ইসিএল	১৩.০৫	০.০০
আরইডিপি-এমসি	৩১.৭৭	০.০০
ইফরাপ	১১২২.৫০	২১.০৯
ইফাদেপ-১	৭১.২০	০.১৮
ইফাদেপ-২	১৪.৩০	০.০০
জেএমবিএ	১৪.০০	০.০০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
এমএফটিএস	২৬০২.৩০	৬৩.৫৫
এসআরএলপি	৪৯১.৬৫	০.০০
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	২৩৯.৯৫
এমএফটিএসপি (আইডি)	২৪.৪৭	০.০০
এমএফএমএসএফপি (আইডি)	১০.৮৮	০.০০
প্রকল্পসমূহ (মোট)	**১৪১৮৪.২০**	**৫৯০.২৩**
সর্বমোট	**১৭৪৫৮১.৮০**	**৩৫৬৪১.৫১**

অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়)

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১২-১৩) ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৩-১৪) ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)
গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ	২৩৯৫.০০	৩৫৩০.৬০
নগর ক্ষুদ্রঋণ	৬২৯.০০	৮২৭.০০
ক্ষুদ্র-উদ্যোগ	২০৬১.২০	২৬৪০.২০
অতিদরিদ্র	৬১৩.০০	১০০৪.৪০
মৌসুমী	১৯০৯.৪০	২৬০৪.০০
কৃষি ঋণ	২৩৩৩.০০	২১৭২.৪০
ডিএমএল	৮.৮০	৪৯.৫০
সমৃদ্ধি	৫৯.৪০	৩৩.২০
প্রাতিষ্ঠানিক	০.৪১	১.৮০
লিফট	৩৩.০৫	৪৮.৪০
কেজিএফ	৩৯০.০০	৩৯০.০০
মোট	**১০৪৩২.২৬**	**১৩৩০১.৫০**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা –ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৮৫.০২ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ১৬৪৬.৮৯ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৫৬ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৭.৯৭ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯০.৯৯ জনই মহিলা।

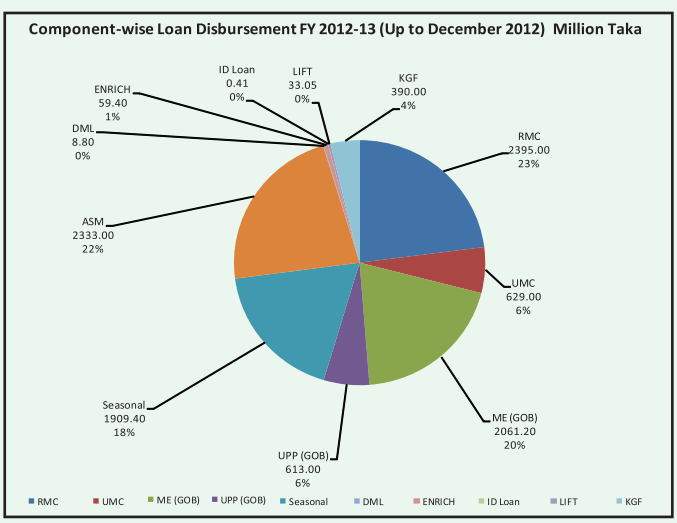

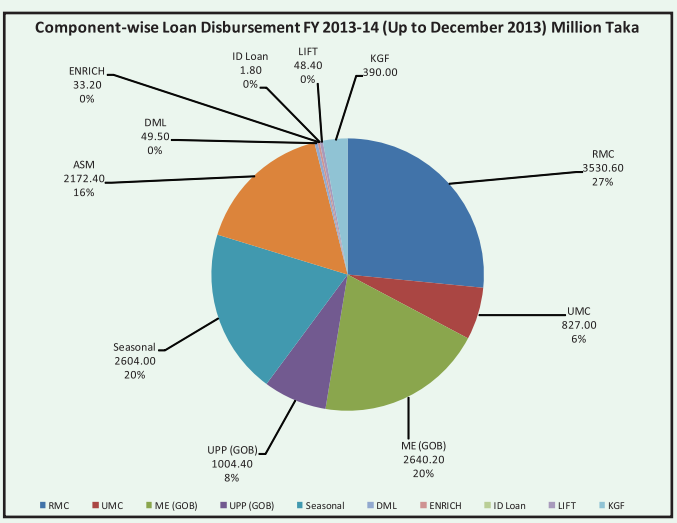

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
ব্যারিস্টার নিহাদ কবির	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক	জনাব মোঃ আবদুল করিম ড. জসীম উদ্দিন
সম্পাদক	অধ্যাপক শফি আহমেদ
সদস্য	সাদিয়া শহীদ, শারমিন মৃধা সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

Poverty Summit-এ পিকেএসএফ প্রতিনিধিদল

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত অক্টোবর ৯-১১, ২০১৩ তারিখে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 'The 2013 Partnerships Against Poverty Summit-এ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব) জনাব সেলিনা শরীফ উপস্থিত ছিলেন। ম্যানিলার ফিলিপাইন আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (পিআইসিসি) অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সহযোগী আয়োজক ছিল Microcredit Summit Campaign এবং Microfinance Council of the Philippines. পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল করিম তাঁর উপস্থাপনায় উলেখ করেন যে, পিকেএসএফ এমএফআই-এর ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণের বিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ যে আধুনিক রূপ পেয়েছে তার মধ্যে অতীতে গৃহীত কতিপয় নীতিমালা ও কর্মসূচির ফলাফল প্রতিফলিত হয়েছে। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হল, ১৮৮৫-র কৃষি ঋণ আইন, ১৯০৪ সালের গ্রামীণ পর্যায়ের ঋণ সমবায় এবং ১৯০৪-১৯৭০-এর মধ্যে নানা সমবায় পদ্ধতির অভিজ্ঞতা।

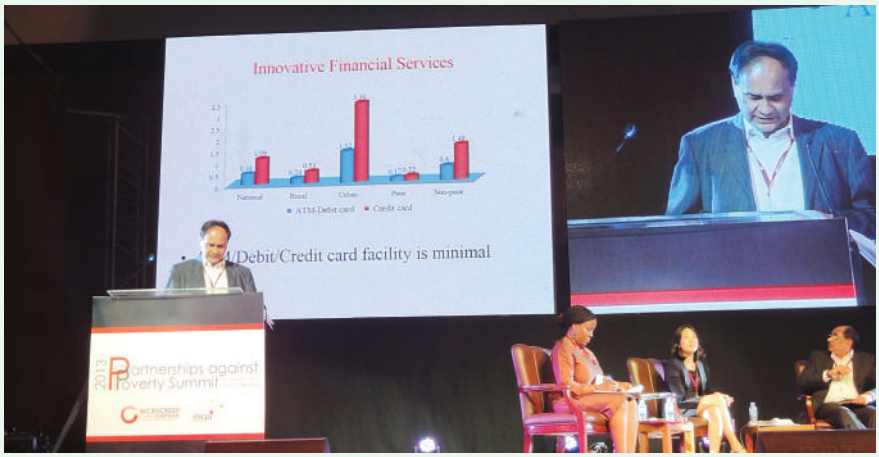

তিনি উলেখ করেন যে, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকারের বাস্তব ও বস্তুগত সমর্থন পাওয়ার কারণে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা বাস্তব রূপ পায়। এর পেছনে রয়েছে দরিদ্রদের অর্থায়নের মাধ্যমে সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে অতীতের প্রাপ্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যা পিকেএসএফ-এর প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিবৃত্তিক, আনুষ্ঠানিক ও বাস্তব পরিসম্পদ যুগিয়েছে।

তিনি আরও উলেখ করেন যে, পিকেএসএফ বাংলাদেশের এমএফআই সেক্টরগুলোকে একটি কাঠামোতে রূপদানে সহায়তা করেছে এবং তা করার ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্রঋণ উন্নয়ন"-কে এটি মূল কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। পিকেএসএফ-এর বৈশিষ্ট্যগুলি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। এটি একটি দ্বিতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে এবং প্রথম স্তরে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এমএফআই-এর কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে। পিকেএসএফ-এর অনন্য কৌশলসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটি এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠান। পিকেএসএফ এ পর্যন্ত তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৮.৬ মিলিয়ন ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতাকে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে।

জনাব মোঃ আবদুল করিম অক্টোবর ৯, ২০১৩ তারিখে 'Building the Ecosystem for Financial Inclusion while Protecting Clients' শিরোনামে আয়োজিত পন্নারি অধিবেশনে অন্যতম আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের অক্টোবর ১১, ২০১৩ তারিখে Mitigating Risks and Protecting Clients through Microinsurance বিষয়ের উপর আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন চলাকালীন অক্টোবর ১০, ২০১৩ তারিখে জনাব মোঃ আব্দুল করিম ফিলিপাইনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব জেজোমার বিনয়, বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল জন গোমসের সাথে সাক্ষাত করেন। অক্টোবর ৯, ২০১৩ তারিখে তিনি ম্যানিলায় এডিবির বিকল্প নির্বাহী পরিচালক জনাব ইকবাল মাহমুদ এবং অক্টোবর ১১, ২০১৩ তারিখে প্রিন্সিপাল ক্লাইমেট চেঞ্জ স্পেশালিস্ট জনাব মাহফুজ আহমেদের সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। সাক্ষাতকালে মাননীয় ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। পিকেএসএফ-এর প্রতিনিধি দল এবং বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ অক্টোবর ১০, ২০১৩ তারিখে জনাব ল্যারি রিড, পরিচালক (মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন) এবং জনাব ডি. এস. কে. রায়, এশিয়া প্যাসিফিকের আঞ্চলিক পরিচালক (মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন)-এর সাথে একটি সভায় মিলিত হন। জনাব মোঃ আবদুল করিম এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।